ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম'র কাছে প্রত্যাশা

বেঁচে থাকার অধিকারে কোন আপোস নাই

আমরা নিম্নোল্লেখিত অধিকারভিত্তিক বিভিন্ন নাগরিক সমাজ, সংগঠন, জোট এবং নেটওয়ার্ক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে ডারবানে ২৮ নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য UN Framework Convention on Climate Change (বা UNFCCC)- এর আলোচনাকে সামনে রেখে ১৩-১৪ নভেম্বর ঢাকায় ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (সিভিএফ) ২০১১ আয়োজন করার জন্য বাংলাদেশসহ অংশগ্রহণকারী দেশসমূহকে অভিনন্দন জানাই। ফোরামের পূর্ববর্তী দু'টি অধিবেশন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমরা মালদ্বীপ ও কিরিবাতিকেও অভিনন্দন জানাই।

সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে জি ৭৭ এবং চীনের ব্যর্থতার ফলশ্রুতিতে আফ্রিকা, ক্যারিবীয়, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার মুলত স্বল্পোন্নত দেশ (Least-Developed Countries-LDCs) এবং ক্ষুদ্র দ্বীপভিত্তিক রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিত্ব সমৃদ্ধ এই ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (CVF)- সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য একটি বিকল্প প্লাটফরম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পৃথিবির ১বিলিয়নেরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ, যারা গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য খুব কমই দায়ি, কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে যাদের প্রতিনিয়ত টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে, তাদের অধিকার রক্ষায় ইউএনএফসিসিসি আলোচনায় সোচ্চার একটি প্লাটফরম হিসেবে কাজ করার জন্য সিভিএফ সদস্য দেশগুলোর কাছে আমরা আহ্বান জানাই।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ইউএনএফসিসিসি'র সকল আলোচনায় সিভিএফ-কে সদস্যভুক্ত দেশগুলোর পক্ষ থেকে একটি ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কাছে আমরা আহ্বান জানাই। উল্লেখ্য যে, সিভিএফ-এ ইউএনএফসিসিসি'র অধিকাংশ সদস্য রয়েছে, এতে আছে জি ৭৭ এর তিন চতুর্থাংশ সদস্য এবং যার রয়েছে এক বিলিয়নেরও বেশি জনসংখ্যা। সকলের জন্যই একটি সাধারণ অবস্থান তুলে ধরার একটি প্লাটফরম তৈরির সিভিএফ'র এই প্রয়াসকে আমরা স্বাগত জানাই।

আমরা গভীর হতাশার সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, বালিতে দৃঢ় এবং সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের যে প্রতিশ্রুতি বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ২০০৯ সালে দিয়েছিলেন তা কার্যত ব্যর্থ হয়েছে, এবং কোনও কোনও দেশ অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের টিকে থাকার কিছু উন্নত সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে এবং স্বল্প ব্যয়ের কিছু উন্নয়ন পথনির্দেশ রচনা করতে পারে এমন কিছু উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব প্রদর্শন করেছেন।

বহুজাতিক জলবায়ু সমঝোতা আলোচনার বর্তমান প্রেক্ষাপটে, একটি আনুষ্ঠানিক প্লাটফরম তৈরির সিভিএফ'র প্রয়াস বিবেচনা করে, আইনসিদ্ধ ও কার্যকর যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, এবং গত ২৭-২৯ জুলাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত'International Civil Society Conference: The Rights of the Most Vulnerable Countries in ClimateNegotiations' শীর্ষক সেমিনারে উঠে আসা সুপারিশমালার আলোকে আমরা সিভিএফ'র কাছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য আহ্বান জানাই:

সুদৃঢ় ঘোষণা

১. আমরা ইউএনএফসিসিসি'র নীতির উপর পুনরায় গুরুত্বারোপ করতে চাই, যাতে বলা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গৃহীত হবে সাম্য, সাধারণ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব ও স্ব স্ব সক্ষমতার ভিত্তিতে। কোন উদ্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ কোনও দেশের টিকে থাকার লড়াইয়ে কিংবা সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না।

২. আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে চাই যে, কপ১৭ (COP17) -এ সমঝোতা অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক সকল উদ্যোগকে সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মানুষের টিকে থাকার জন্য বিজ্ঞান সম্মত চাহিদা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

যৌথ লক্ষ্য

৩. গুরুত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে কপ ১৭-এ একটি আইগত বাধ্যবাধকতা সম্পন্ন সমঝোতা বা চুক্তি প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য নতুন করে এবং গুরুত্বসহকারে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমরা ইউএনএফসিসিসি'র সকল পক্ষের কাছে আহ্বান জানাই। আমরা মনে করি, এটি বিশ্বব্যাপি গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনকে ৩৫০পিপিএম-এ সীমাবদ্ধ রাখা এবং বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখার, ২০১৫ সালের মধ্যে গ্রিন হাউজ গ্যাস উদগীরণ না বাড়ানো এবং ২০৫০ সালের মধ্যে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ ৯৫% কমিয়ে আনার (১৯৯০ সালের অবস্থারও নিচে নিয়ে আসা,

সমসাময়িক বিজ্ঞানের পরামর্শ চাইলে এই লক্ষ্য পরিবর্তিতও হতে পারে) পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানে সহায়তা করবে।

উপশম (Mitigation)

৪. সমসাময়িক বিজ্ঞানের তথ্য অনুযায়ী, এনেক্স ১ ভুক্ত দেশগুলোকে ২০২০ সালের মধ্যে তাদের কার্বন নিঃসরণের মাত্রা সামগ্রিকভাবে ৪৫% কমিয়ে আনতে হবে (১৯৯০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে)। এটি করতে হলে দেশগুলোকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং এটি একটি স্বল্প কার্বন গ্যাস সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ে তুলবে।

৫. উপশমের জন্য জাতীয় পর্যায়ে যথোপযুক্ত উদ্যোগ (Nationally Appropriate Mitigation Actions -NAMAs) গ্রহণের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে। এসব উদ্যোগের ক্ষেত্রে এনেক্স ১ ভুক্ত দেশগুলোর নিঃসরণ কমানোর হিসাব অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

৬. কার্বন নিঃসরণের ক্ষেত্রে দায়ি বৃহৎ দেশগুলো কিয়োটো প্রটোকলের দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির সময়ের (second commitment period) জন্য নিঃসরণ কমানোর কোনও প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেনি। স্বল্প সময়ের জন্য দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতিকালীন সময় তৃতীয় আরেকটি পর্ব নির্ধারণ করতে পারে, যা গ্রিন হাউস গ্যাসমুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণে সহায়তা করতে পারে।

অভিযোজন (Adaptation)

৭. অভিযোজনের সম্ভাব্য কাঠামোতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি আবশ্যক:

ক. সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ, সম্প্রদায় এবং মানুষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি

খ. অভিযোজনের ক্ষেত্রে অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি

গ. সংশ্লিষ্ট দেশের মালিকানা, স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণমূলক, নারী-পুরুষ সমতা, সম্প্রদায়ভিত্তিক এবং স্বদেশী জ্ঞানভিত্তিক।

৮. অভিযোজন কাঠামোতে যা বিবেচ্য

- অভিযোজন হতে হবে স্থানীয় সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে, বৈশ্বিকভাবে নয়
- অভিযোজনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্প্রদায় স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ করার ক্ষেত্রে ক্ষমতায়িত
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর পুনঃস্থানান্তর, পুনর্বাসন এবং পুনঃ সমন্বিতকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আন্দোলন।

অর্থায়ন

৯. কানকুনে উন্নত দেশের সরকারসমূহ ২০২০ সালের মধ্যে সরকারি-বেসরকারি ও বিকল্প বিভিন্ন উৎস্য থেকে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল যোগানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক অসংখ্য বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন বলছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আরও বেশি অর্থের প্রয়োজন। আমরা ডারবানে প্রথমোল্লিখিত তহবিলের যোগান নিশ্চিত করা এবং ২০১৩ থেকে ২০২০ পর্যন্ত তহবিলের আকার বৃদ্ধির জন্য আহ্বান জানাই। আমরা জোর দাবি জানাই যেন, এই অর্থায়ন উন্নয়ন সহায়তার (0.7% of GNI) অতিরিক্ত বরাদ্দ হিসেবে বিবেচিত হয়। আমরা মনে করি, সরকারি ও অনুদান নির্ভর অর্থায়নের ক্ষেত্রে সহজ প্রবেশাধিকার অভিযোজনের ক্ষেত্রে সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর চাহিদা পূরণকে ত্বরান্বিত করবে।

১০. পর্যাপ্ত, নতুন এবং অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য প্রদানে উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি পূরণের বিষয়টি জাতীয় বাজেটে প্রতিফলিত হতে হবে। এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হবে, যার মধ্যে শতকরা ৫০% বরাদ্দ থাকবে অভিযোজনের জন্য, এবং এর লক্ষ্য হবে সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে উপশমেরও ভারসাম্য রক্ষা করা। অভিযোজনের জন্য করা সকল অর্থায়নই হতে হবে অনুদান।

১১. উন্নত দেশগুলোর বাজেট বরাদ্দ ছাড়াও, আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে অবিলম্বে অর্থায়নের ইউএনএফসিসিসি'র নীতির আলোকে সরকারি উৎস্য খুঁজে বের করা ও তাকে কাজে লাগানোর জন্য আহ্বান জানাই। এই ধরনের উৎস্য জলবায়ু অর্থায়ন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১২. আন্তর্জাতিক পরিবহন খাতের জন্য Carbon pricing instruments, যদি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য 'no net incidence principle' নীতি বাস্তবায়িত হয়, এবং যদি তাতে সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়, তবে ডারবানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে। অর্থায়নের এ ধরনের উৎস্যের মূল্যায়ন নিয়ে প্রকাশিত জাতিসংঘ মহসচিবের জলবায়ু অর্থায়নের সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টা কমিটির প্রতিবেদন সহ, জি ২০-তে হস্তান্তরিত বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাম্প্রতিক কিছু প্রতিবেদনকে আমরা স্বাগত জানাই।

১৩. উন্নত কিছু দেশে Financial Transaction Taxes (FTT) প্রবর্তনকে আমরা স্বাগত জানাই। এই করের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এবং

জলবায়ু অর্থায়নে, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর চাহিদা পূরণে বরাদ্দ রাখতে উন্নত দেশগুলোর প্রতি আমরা আহ্বান জানাই। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ইউএনএফসিসিসি'র মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রতি বছর কমপক্ষে ১৫০ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রাখতে হবে, এর মধ্যে ৫০ বিলিয়ন ডলারই ব্যয় করা উচিৎ অভিযোজনের জন্য এবং এক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ দেশকেই তার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। ঋণ নয়, অর্থায়ন হবে অনুদানভিত্তিক, অভিযোজনের চাহিদা এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই বরাদ্দ নিয়মিতভাবে পুনর্বিবেচনা এবং হালনাগাদ করতে হবে। এই অর্থায়ন এনেক্স ১ ভুক্ত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতির বাধ্যবাধকতার ফলস্বরূপ গঠিত হবে এবং তা হতে হবে তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তিতে।

১৪. গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডকে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে:

- অব্যহত জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ
- সংশ্লিষ্ট সরকার ও সুশীল সমাজের সরাসরি প্রবেশাধিকারসহ সাধারণ এবং সহজ প্রবেশাধিকার
- সমন্বিত জাতীয় পরিবকল্পনা অনুযায়ী তহবিল সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য একটিমাত্র সমন্বিত জাতীয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা
- জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারগুলোর অগ্রগতি মনিটরিং করার ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ ও সুশীল সমাজের সুযোগ।

দক্ষতা বিনির্মাণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর

১৫. সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং জেন্ডার সমতাভিত্তিক গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এনেক্স ১ ভুক্ত দেশগুলোকে সহায়তা করতে হবে। স্থানীয় জ্ঞান ও দক্ষতাসহ অভিযোজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কিছু প্রযুক্তি দক্ষিণ এশিয়ায় এখনই পাওয়া যাচ্ছে।

১৬. সকল কারিগরি প্যানেলেই সুষম প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদার কথাগুলো তুলে ধরতে হবে।

১৭. অভিযোজন ও উপশমের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে মেধাস্বত্ব আইন (Intellectual Property Rights) কোন বাধা সৃষ্টি করবে না।

১৮. অভিযোজনের চাহিদাগুলো স্থানীয়ভাবে চিহ্নিত করতে হবে, এছাড়াও সক্ষমতা বৃদ্ধি, জ্ঞানের সমারোহ, তথ্যের বিনিময় এবং প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের কাজও হবে স্থানীয় পর্যায়ে, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়েও সহায়তা ও অর্থায়ন প্রয়োজন।

সমাপনী মন্তব্য

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সংকট থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করার আছে। ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম'র সকল সদস্য রাষ্ট্রের সরকারের প্রতি জলবায়ু সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের আহ্বান ও দাবির সপক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই। ডারবান কপ ১৭-তে একটি স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য সমঝোতা তৈরির লক্ষ্যে গুরত্বসহকারে এবং দৃঢ়ভাবে কাজ করার জন্য ইউএনএফসিসিসি'র সকল পক্ষের প্রতি আমরা আহ্বান জানাই। সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর পক্ষে আর কোনও বিলম্ব কিংবা অজুহাত কোনভাবেই সহনীয় নয়।

সংগঠন সমুহ:

বাংলাদেশ ইনডেজিনিয়াল পিপল্‌স নেটওয়ার্ক ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড বায়োডাইভার্সিটি (বিপনেট), ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিসিডিএফ), ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড (সিএসআরএল), ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি), নেটওয়ার্ক ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ বাংলাদেশ (এনসিসিবি)

যোগাযোগ:

রেজাউল করিম চৌধুরী, ইমেইল: reza@coastbd.org

জিয়াউল হক মুক্তা, ইমেইল: zmukta@xfam.org.uk

এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে: www.equitybd.org **এই ঠিকানায়**